দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 12 MAY 1990
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

শিক্ষা ও শিক্ষণ পদ্ধতি প্রসঙ্গে

অধ্যাপক ননী গোপাল দত্ত

শিক্ষা কি ও কেন এই প্রশ্নের উত্তরে সরাসরি যা আসে তাহল শিক্ষা মানে জ্ঞান অর্জন, প্রকৃতি ও সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন অর্থাৎ মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা এবং তাকে ক্রমাগত বিকশিত করার প্রয়োজনেই জ্ঞান আহরণ। এই জ্ঞানের উৎস কি? মানুষের ক্ষেত্রে মূলতঃ এই জ্ঞানের উৎস দু'টো। তার একটি হলঃ প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির রহস্য উদঘাটন তথা প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার, যাকে বলে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অপরটা হল মানুষের সমাজ সম্পর্কিত জ্ঞান, মনুষ্য সমাজের বিকাশ ও স্থবিরতা সম্পর্কেও জ্ঞান তথা অর্থনীতি, রাজনীতি, সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কিত জ্ঞান, মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীদের মধ্যে সমাজ নেই। তাই এদের মধ্যে সমাজ সম্পর্কিত জ্ঞানের কোন প্রশ্নই উঠে না। অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে প্রকৃতির বিরুদ্ধে এদের সংগ্রাম নেই বললেই চলে। রয়েছে শুধু খুবই সীমিত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। মানুষের ক্ষেত্রে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংগ্রাম অনুশীলনই জ্ঞানার্জনের প্রাথমিক ও মৌলিক পদক্ষেপ।

শিক্ষা মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের সাথে জড়িত বিধায় বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাও গড়ে উঠেছে। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে কোন নির্দিষ্ট সমাজ ব্যবস্থা শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহের দ্বারা তাদেরই স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই তাদের স্বার্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাই তারা চালু করে। এই উপমহাদেশ বৃটিশ পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী দেশ কর্তৃক অধিকৃত উপনিবেশে পরিণত হবার পূর্বে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল, তা ছিল সামন্তবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আমলে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হল সেটা ছিল ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা। যার লক্ষ্য ছিল ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে শাসন ব্যবস্থার সহযোগী কেরানী স্কুল তৈরী করা এবং সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার অনুকূল মানসিকতা গড়ে তোলা।

চিন্তাবিদরা সকলেই এটা স্বীকার করেন যে, সেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা আমরা বৃটিশ-এর প্রত্যক্ষ শাসনমুক্ত হবার ৫০ বছর পরেও বহন করে চলেছি। তবে মৌলিক পরিবর্তন না হলেও আজ পরিমাণগত পরিবর্তন হয়েছে এবং এই পরিবর্তন সামনের দিকে নয় পিছনের দিকে। বর্তমান বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো মূলতঃ সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে থেকেও তা পশ্চাৎদিকে যাত্রা শুরু করেছে।

জাতীয় অগ্রগতির প্রয়োজনে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব না দিয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষার উপর। জাতীয় অর্থনীতি ও সম্পদ বিকাশের ক্ষেত্রে যার কোন অবদান নেই অবদান আছে চরম পশ্চাদমুখী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে।

এদেশে বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় বিষয় ছিল ঐচ্ছিক। এখন হয়েছে বাধ্যতামূলক। শিক্ষার ক্ষেত্রে এইসব বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণ উপলব্ধি প্রতিটি শিক্ষকের জন্য অপরিহার্য। একজন শিক্ষা দানকারী ব্যক্তি যদি শিক্ষার লক্ষ্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ সচেতন না হন তাহলে শিক্ষা অশিক্ষারই নামান্তর হয়। শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকারের একটি কোন সুস্থ সমাজ মানুষকে এই মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা সুস্থ নয় বলে সর্বাধিকসংখ্যক লোক এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং ফলে শুধু ব্যক্তির ক্ষতি হচ্ছে না। ক্ষতি হচ্ছে সমাজের। শিক্ষার আলো থেকে সর্বাধিক লোক বঞ্চিত হবার ফলে অনেক সম্ভাব্য মেধার উদ্ভব হতে পারছে না। আর্থিক অবস্থা নির্বিশেষে শিক্ষার ক্ষেত্রে সকলের জন্য সমান সুযোগ পাবার ব্যবস্থাই হল গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় এটা আকাশ-কুসুম কল্পনা মাত্র। এই কল্পনাকে বাস্তব রূপদানের স্বপ্ন সুস্থ নাগরিকরা দেখবে বৈকি!

> "চিন্তাবিদরা সকলেই এটা স্বীকার করেন যে, সেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা আমরা বৃটিশ-এর প্রত্যক্ষ শাসনমুক্ত হবার ৫০ বছর পরেও বহন করে চলেছি। তবে মৌলিক পরিবর্তন না হলেও আজ পরিমাণগত পরিবর্তন হয়েছে এবং এই পরিবর্তন সামনের দিকে নয় পিছনের দিকে। বর্তমান বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো মূলতঃ সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে থেকেও তা পশ্চাৎদিকে যাত্রা শুরু করেছে।"

শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্য ও দুর্নীতি এবং ছাত্র রাজনীতি

আজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়সহ বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নৈরাজ্য ও দুর্নীতির কথা স্বয়ং রাষ্ট্রপতিও অস্বীকার করতে পারেননি। আজ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব তথা গদি দখলের লড়াইয়ে বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলো ছাত্রদেরই প্রধান হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছে। তাই ছাত্রদের বাগে রাখার জন্য তাদের হাতে অর্থ ও অস্ত্র তুলে দিয়েছে। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক পরিচালনা ভর্তি, ছাত্রাবাসে ভর্তি, পরীক্ষা ব্যবস্থা মূলত ছাত্ররাই নিয়ন্ত্রণ করছে। ফলেঃ নিয়ম-শৃংখলা ও নীতিবোধ শিক্ষার পরিবর্তে ছাত্ররা নৈরাজ্য ও দুর্নীতিরই পাঠ গ্রহণ করছে। সুশিক্ষার কোন পরিবেশই আজ নেই। এটা এক মারাত্মক পরিস্থিতি। আরো বিপজ্জনক ব্যাপরে হ'ল শিক্ষকদের একাংশও এই অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়েছেন। এর ফলে পুঁথিগত পাঠও চরমভাবে অবহেলিত হচ্ছেই, শিক্ষার অপরদিক নীতিবোধ বা নৈতিকতা শিক্ষার কোনও সুযোগই আর নেই।

চিন্তাবিদরা শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। মেরুদন্ড রোগাক্রান্ত বা নড়বড়ে হলে যেমন কোন ব্যক্তির চলার ক্ষমতা থাকে না, তেমন দুর্নীতি, বিশৃংখলা ও অনৈতিকতা সম্পৃক্ত শিক্ষা জাতীয় অগ্রগামিতাকে অবরুদ্ধ করে দেয়। হচ্ছেও তাই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমান পরিস্থিতির কারণে রাষ্ট্রপতি ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার প্রস্তাব দিয়েছেন। এটা উচিতও নয়, সম্ভবও নয়, তাই সমাধানও নয়। মানুষ সামাজিক জীব হওয়ায় এবং রাজনীতি সমাজ ও রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত বিধায় সমাজের কোন ব্যক্তিই রাজনীতি বিহীন নয়। কোন না কোনভাবে রাজনীতির দ্বারা পরিচালিত। ছাত্ররাও রাজনীতিমুক্ত থাকতে পারে না। রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ও অনুশীলন শিক্ষারই একটি অঙ্গ। জাতীয় অগ্রগতি ও সমাজ প্রগতির রাজনীতি হল সুস্থ রাজনীতি। ছাত্রজীবনে সুস্থ রাজনীতির হাওয়া লাগলে পরবর্তীতে সুস্থ রাজনীতিবিদরাই পরিচালনা করবে দেশকে। অসুস্থ রাজনীতিবিদদের স্বার্থে ছাত্রদের ব্যবহার করার প্রক্রিয়াই এটার বাধা। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এই প্রক্রিয়াকে উৎখাত করতে হবে এবং সেটাই সমাধান। এটা একটা সংগ্রাম। এই সংগ্রামে ছাত্র-শিক্ষকদের দায়িত্ব ও ভূমিকা সর্বাগ্রে। তার সাথে যুক্ত হবে সুস্থ নাগরিকেরা এবং মেহনতী জনতা।

শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পুষ্টি যোগায় শিক্ষক ও ছাত্ররা। বিশেষ করে শিক্ষকরা। বাহ্যিক পুষ্টি যোগায় পরিচালনা সংস্থা ও সরকার। কিন্তু অভ্যন্তরীণ পুষ্টিই নিয়ামক। বাহ্যিক পুষ্টি ছাড়াও একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠতে ও বিকশিত হতে পারে। কিন্তু অভ্যন্তরীণ পুষ্টি ছাড়া কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রাথমিকভাবে কোনরকমে গড়ে উঠতে পারলেও তা বিকশিত হতে পারে না।

অভ্যন্তরীণ পুষ্টিকে শক্তিশালী ও যথাযথ করতে হলে তিনটি বিষয় অবশ্যই থাকতে হবে।

১। শিক্ষকদের থাকতে হবে পূর্বে আলোচিত শিক্ষার লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির গভীর উপলব্ধি।

২। শিক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণে এবং প্রতিষ্ঠান পরিচালনে শিক্ষকদের স্বাধীনতা তথা সরকার ও আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্বমুক্ত।

৩। ছাত্র -শিক্ষক আন্তরিক সম্পর্ক।

৪। প্রতিষ্ঠান প্রধান ও অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে সম্পর্ক।

প্রথম ক্ষেত্রে পাঠ্য বিষয় সম্বলিত প্রকৃতিলব্ধ জ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে পঠনের সাথে বাস্তব অনুশীলনকে মূর্তভাবে যুক্ত করা, যেমন কৃষি বিজ্ঞানের ছাত্রদের ক্ষেত্রে কৃষিকাজে সরাসরি অংশগ্রহণকে যুক্ত করা, সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ছাত্রদের সামাজিক কার্যকলাপ-এর সাথে যুক্ত করা ইত্যাদি। শিক্ষার ২য় বিষয় নৈতিকতা। মাঝে মাঝে পঠিত বিষয় বহির্ভূত অনুষ্ঠানাদি এবং শ্রেণীকক্ষেও নৈতিকতা বোধ সম্পর্কে শিক্ষিত করা। যে নৈতিকতাবোধের সুস্পষ্ট দিকগুলো হ'ল দেশ ও জনগণের প্রতি সামাজিক দায়িত্ববোধ সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মনোভাব প্রভৃতি।

২য় ক্ষেত্রে শিক্ষণ পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত হতে হবে। বিজ্ঞানসম্মত হওয়ার অর্থ শিক্ষক ও শিক্ষার্থী শিক্ষাপ্রদানে ও শিক্ষাগ্রহণে আন্তরিক ও উৎসাহী হওয়া। এইক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকাই নিয়ামক। কোন পাঠ্য বিষয় কিভাবে উপস্থাপন করলে শিক্ষার্থীর কাছে সহজবোধ্য হয়, অহেতুক ভীতি সৃষ্টি না হয়ে উৎসাহ সৃষ্টি হয়, সেদিকে শিক্ষকদের অবশ্যই যত্নবান হতে হবে। শিক্ষকদের অবশ্যই ছাত্রদের কাছে ভীতিপ্রদ না হয়ে আপনজনের মত হতে হবে। শিক্ষাদান-এর ক্ষেত্রে অহেতুক সরকারী ও আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ব শিক্ষকদের মধ্যে সৃষ্টি করে শিক্ষাদানে উৎসাহহীনতা।

শিক্ষার সুষ্ঠু বিকাশের ক্ষেত্রে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষকদের প্রতি ছাত্রদের শ্রদ্ধাবোধ এবং ছাত্রদের প্রতি শিক্ষকদের দায়িত্ব ও মমত্ববোধই পরস্পর পরস্পরকে কাছে নিয়ে আসে। শ্রদ্ধা জোর করে তথা আমলাতান্ত্রিকভাবে আদায় করা যায় না। শ্রদ্ধা অর্জন করতে হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠ গ্রহণে ও অনুশীলনে উৎসাহ সৃষ্টি করা পাঠ্য বিষয়ের উপর চিন্তা ও বিভিন্ন প্রশ্ন করতে উদ্বুদ্ধ করা শিক্ষকদের দায়িত্ব।

শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থা সভ্যতার মাপকাঠি। কোন দেশে উন্নত ও পশ্চাৎপদ সভ্যতার বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয় শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থায় তথা শিক্ষাদ্বারা সৃষ্ট সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে। আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা মূলত পশ্চাৎপদ সামন্ত সংস্কৃতিকেই প্রতিনিধিত্ব করে। ফলে পৃথিবীর সভ্যতার মাপকাঠি আমাদের অবস্থান সর্বনিম্ন দেশগুলোর স্তরে। এমনকি বৃটিশ আমলে প্রচলিত ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকেও পিছিয়ে। এ ব্যাপারে শিক্ষকসমাজ ও চিন্তাবিদদের গভীর উপলব্ধি ও তার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রয়াস অবশ্য করণীয়।